দ্বীনে অবিচল থাকার কতিপয় উপায়

The cooperative Office For Call & Guidance and
Edification of Expatriates in North Riyadh

Tel.: 4704466 - 4705222

وسائل الثبات

দ্বীনে অবিচল থাকার কতিপয় উপায়

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.

প্রকৃত মুসলিমের সব থেকে বড় কাজ ও সুমহান বৈশিষ্ট্য হলো স্বীয় দ্বীনের উপর অবিচল থাকা। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর আদর্শসমূহের যত্ন নেওয়া। কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না ভুগে তাঁর অনুসরণ করা এবং অমূলক সন্দেহের, বাধাহীন প্রবৃত্তির এবং প্রচলিত ফিতনার বশীভূত হয়ে তাঁর (অনুসরণ) থেকে বিমুখ না হওয়া। কারণ, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে সন্দিহান হওয়া এবং সুসাব্যস্ত সুন্নাতকে ধারণ করার পর আবার ত্যাগ করা, ঈমানদারদের কাজ নয়, বরং এটা কাফের ও মুনাফেক্ব প্রকৃতির লোকদের কাজ। পবিত্র কুরআনে তাদের চরিত্রের কথা এই বলা হয়েছে যে, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে বড় বিরোধ থাকে এবং প্রত্যেক অবস্থায় তারা পথের পরিবর্তন করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الحج: ١١)

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তাহলে (তার মন হৃদয়) প্রশান্তি লাভ করে। আর যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি"। (সূরা হাজ্জঃ ১১)

সঠিক পথ ও মতকে আঁকড়ে ধরা এবং তার উপর অটল থাকা হলো, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম, যা অবলম্বন করা এবং এর (সত্য পথ ও মতের উপর কায়েম থাকার) জন্য চেষ্টা করা মু'মিনের অপরিহার্য কর্তব্য। এ দু'টি হলো সমূহ নিয়ামতের মধ্যে এমন বৃহত্তম নিয়ামত, যার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং যার যত্ন নেওয়া মানুষের উপর ওয়াজিব। আর আঁকড়ে ধরার অর্থ হলো, আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশিত ফরয কাজ আদায় করা, তাঁর হারামকৃত জিনিস থেকে দূরে থাকা এবং এর উপর অবিচল থাকা। সুফিয়ান বিন সাক্বাফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন একটি কথা বলে দিন যে বিষয়ে আমি আপনি ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করবো না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

((قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ))

অর্থাৎ, "বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর উপর অবিচল থাক"। (মুসলিম) হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (দ্বীনের উপর) অনড় থাকার নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হলো, এমন সোজা ও সরল রাস্তায় চলা, যাতে বক্রতা নেই বা বিরোধ নেই। আর

এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে (সঠিক পথকে) আঁকড়ে ধরা। সুতরাং আঁকড়ে ধরার সার কথা হলো, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা। সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর কায়েম থাকা। আল্লাহর ইবাদতকে আঁকড়ে ধরা। উত্তম ব্যবহার ও সুন্দর চরিত্রকে আঁকড়ে ধরা। আদান-প্রদানের ব্যাপারেও উত্তম পন্থাকে আঁকড়ে ধরা। এই হলো পূর্ণাঙ্গ আঁকড়ে ধরা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা। মসজিদে, কর্মক্ষেত্রে, বাজারে এবং ঘরে সর্বক্ষেত্রে সঠিক পথকেই ধরে থাকা। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام:١٦٢-١٦٣)

অর্থাৎ, "বলুন, আমার সালাত, নামায আমার কুরবানী এবং আমার জীবন-মরণ বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তারই আদিষ্ট হয়েছি এবংআমি প্রথম আনুগত্যশীল"। (সূরা আনআমঃ ১৬২-১৬৩)

বান্দা যখন তাওবা করে আল্লাহর নির্দেশের যত্ন নেবে, তখন সে দেখবে যে, তার জীবন এক নতুন জীবনের দিকে ফিরে গেছে। আমোদ-প্রমোদের জীবনকে, পাপের ও (আল্লাহর) আত্মসমর্পণকারী থেকে পলাতক জীবনকে এবং আল্লাহর অবাধ্যতার জীবনকে চিরতরে বিদায় দিয়ে সে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়েছে। এখন তার উচিত স্বীয় নাফসের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা নতুন জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং জীবনের তরীকা-পদ্ধতির মধ্যে বহু পরিবর্তন

আনা। কাজেই যে বই সে পড়তো, সে বইকে ইসলামী বই-এ পরিবর্তন করবে। অনৈসলামী পত্র-পত্রিকাকে ইসলামী পত্র-পত্রিকার দ্বারা পরিবর্তন করবে। গান-বাজনা ইত্যাদির যে ক্যাসেট শুনতো, সে ক্যাসেটকে ইসলামী ক্যাসেটে পরিবর্তন করবে। এমন কি নিদ্রারও পরিবর্তন করবে। তাই যদি সে বিলম্ব করে ঘুমাতো, এবার সে অবিলম্বে ঘুমাবে, যাতে ফজরের নামাযের জন্য জাগতে সক্ষম হয়। যে বন্ধু-বান্ধবরা তাকে বাতিল পথে পরিচালিত করতো, সে বন্ধু-বান্ধবদের পরিবর্তে এমন বন্ধু গ্রহণ করবে, যে তাকে নিয়ে ন্যায়ের পথে চলবে এবং ন্যায়ের উপর কায়েম থাকতে তাকে সাহায্য করবে। এইভাবে অন্যান্য জিনিসগুলিও পরিবর্তন করবে।

আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থাকাই হলো এমন একজন সত্যবাদী মুসলিমের মূল লক্ষ্য, যে দৃঢ় সংকল্প ও সততার সাথে সরল পথে চলতে চায়। যখন ফিতনা আধিক্য লাভ করে এবং অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস বিস্তার লাভ করে, তখন অনেকেই সঠিক পথ থেকে সরে পড়ে এবং অন্যায়ের দিকে ধাবিত লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে কেউ তো ভয়ে সরে পড়ে, কেউ লোভে, আবার কেউ মূর্খতার জন্য সরে পড়ে। ইদানীং তো প্রকৃত সত্যের পরিবর্তন হয়ে গেছে, ধ্যান-ধারণা পাল্টে গেছে, ফিতনা-ফ্যাসাদ আধিক্য লাভ করেছে, প্রলুব্ধকারী জিনিস একের পর এক আসতেই আছে, বিপথগামী হওয়া সহজ হয়ে গেছে এবং দুনিয়া তার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামতের প্রতি নাফ্‌সকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই যুগে আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সেই মমতাভরা নির্দেশনার বড়ই মুখাপেক্ষী, যে নির্দেশনা মুসলিমকে প্রত্যেক বাঁকা পথ থেকে এবং প্রত্যেক অন্যায়

থেকে দূরে রাখতে সহায়ক হবে। তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর বান্দারা,অবিচল থাকো"। (মুসলিম)

কষ্ট ও বিপদের সময় এবং রঙ্গ-তামাশায়ভরা দুনিয়া ও তার প্রলুব্ধকারী জিনিসের সামনে অবিচলতার পরিচয় দেওয়াই হলো, আল্লাহর সৎপথে প্রতিষ্ঠিত বান্দাদের নিদর্শন বিশেষ। যারা জানে যে, ফিতনা তো মু'মিনদেরকে যাচাই-বাছাই করে। পক্ষান্তরে গাফেল ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত ব্যক্তিদের জন্য তা ফিতনা (পরীক্ষা) হয়। দুঃখ-কষ্ট মু'মি-নদেরকে তাদের ঈমান থেকে নড়াতে পারে না। বরং দুঃখ-কষ্ট তাদের সঠিক পথের প্রতি পরিতুষ্টি এবং তাদের চলার পথের উপর অবিচল থাকার গুরুত্বকে আরো বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (العنكبوت:١-٣)

অর্থাৎ, "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন মিথ্যা-বাদীদেরকেও"। (সূরা আনকাবূতঃ ১-৩)

অবিচল থাকার অর্থ হলো, হেদায়েতের পথে ও দায়িত্ব পালনে অব্যাহতভাবে কায়েম থাকা, সব সময় নেকীর কাজে লেগে থাকা, ভাল কাজ বেশী বেশী করার প্রচেষ্টা করা, সব সময় এই আগ্রহ পোষণ করা যে, তার আজকের দিন গতদিনের চেয়ে উত্তম হোক এবং আগামী

কাল আজকের দিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট হোক। এইভাবে দিন যতই অতিবাহিত হতে থাকবে, ততই তাকে আখেরাতের নিকটতর করতে থাকবে। মানুষের উপর অনেক সময় এমন অনিবার্য পরিস্থিতি আসে, যাতে তার মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে মু'মিনের কাজ হলো স্বীয় নাফসের সাথে জেহাদ করা, তাকে নেক কাজে লেগে থাকার জন্য ধৈর্যশীল করে তুলা এবং কিয়ামতের দিনে তার যাতে সফলতা ও মুক্তি, সেই জিনিসের প্রতি অগ্রগামী হওয়া। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ٢٠٠)

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধারণ করো এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারো"। (সূরা আল-ইমরানঃ ২০০) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

(الحديد: من الآية ٢١)

অর্থাৎ, "তোমরা সামনে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত"। (সূরা হাদীদঃ ২১) তবে মানুষের মনোবল যতই কমে যাক তবুও এর একটা নির্দিষ্ট ধাপ আছে, তার এই ধাপের নীচে নামা অথবা এই ধাপ অতিক্রম করা গ্রহণীয় হবে না। যদি পাপের কাজে তার পদস্খলন

ঘটেই যায়, তবে সে দেরী না করে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং স্বীয় প্রতি-পালকের নিকট তাওবা করবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুসলিম জীবনের অবিচলতার ও দৃঢ়তার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। যাতে মুসলিম এই (অবিচল থাকার) বিষয়ের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে এবং সালফে-সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগনের অনুসরনীয় পথে ফিরে আসতে প্রচেষ্টা করে। কিছু পরিস্থিতি এমন আসে, যে সময় আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল-অনড় থাকা এবং নেক আমল করা অতীব গুরুতর হয়। যেমন- বর্তমানে যে সমাজে মুসলিমরা বসবাস করছে, সে সমাজের যা অবস্থা এবং বিভিন্ন প্রকারের ফিতনা ও অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধকারী জিনিসের যে আগুনে তারা দগ্ধ হচ্ছে ও এমন সব প্রবৃত্তি ও সংশয়-সন্দেহের উৎপত্তি হয়েছে যে, তার কারণে দ্বীন অপরিচিত হয়ে পড়েছে। এই প্রতিকুল অবস্থায় যারা দ্বীনকে ধরে থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত সত্যিই বিস্ময়কর। যেমন-রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِه كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ))

অর্থাৎ, "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যে সময় তাদের মধ্যে যে দ্বীনকে ধরে থাকবে তাকে সেই ব্যক্তির মত ধৈর্যশীল হতে হবে, যার হাতে থাকে জ্বলন্ত অঙ্গার'। (তিরমিযী ১৮৪৪/হাদীসটি সহী। দ্রষ্টব্যঃ সহী সুনানে তিরমিযী ২২৬০) আর জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আজকের মুসলিমের দ্বীনের উপর কায়েম থাকার উপায়-উপকরণের প্রয়োজন সালাফের যুগের মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। সেই সাথে

এই উপায়-উপকরণকে বাস্তবরূপ দেওয়ার বাঞ্ছিত প্রচেষ্টারও অনেক দরকার। কারণ, যামানা ফিতনা ও ফ্যাসাদের, ভ্রাতৃত্বের অভাব এবং সাহায্য-সহযোগিতাকারী দুর্বল ও সংখ্যায় খুবই স্বল্প।

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার কতিপয় উপায়-উপকরণ

মহান আল্লাহর আমাদের প্রতি বড় দয়া ও অনুকম্পা এই যে, তিনি আমাদের জন্য তাঁর মহান গ্রন্থে এবং তাঁর নবীর বানী ও তাঁর জীবনীতে দ্বীনের উপর কায়েম থাকার অনেক উপায়-উপকরণের কথা বর্ণনা করে দিয়েছেন। নিম্নে এই উপায়-উপকরণগুলো কিছু তুলে ধরা হচ্ছেঃ

১। কুরআনের প্রতি মনোযোগী হওয়াঃ

মহান এই কুরআনই হলো দ্বীনের উপর কায়েম থাকার প্রথম উপায় ও ওসীলা। যে কুরআনকে শক্ত করে ধারণ করবে, তাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন।যে কুরআনের অনুসরণ করবে, তাকে আল্লাহ মুক্তি দান করবেন এবং যে কুরআনের প্রতি আহবান জানাবে, তাকে সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। আর তা হলো, অন্তঃকরণকে মজবুত করা। তাই মহান আল্লাহ কাফেরদের প্রতিবাদের খন্ডন করে বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ، وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾

(الفرقان:٣٢-٣٣)

অর্থাঃ “কাফেররা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কুরআন একদফায় অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তঃকরণকে মজবুত করার জন্যে। তারা আপানার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক উত্তর ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি”। (সূরা ফুরক্বানঃ ৩২-৩৩) কুরআন অন্তঃকরণের সুদৃঢ়তার উৎস হওয়ার কারণ কি?

* কারণ, কুরআন ঈমানের জন্ম দেয় এবং প্রভুর সাথে মানুষের সম্পর্ক-কে বলিষ্ঠ করে।

* কুরআন সেই সব আপত্তি খন্ডন করে, যা ইসলামের শত্রু কাফের ও মুনাফিক্বরা উত্থাপন করে থাকে।

* কুরআন মুসলিমকে ন্যায়-নিষ্ঠাবান বানায় এবং এমন সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে, যা তাকে সত্যকে চিনার উপযোগী বানায় এবং পথের নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয়ী করে তুলে।

২। জ্ঞানার্জন করাঃ

জ্ঞানহীন ব্যক্তি রাতের ঘোর অন্ধকারে চলাফিরাকারীর ন্যায়। আর যে অন্ধকারে চলে, সে বিপদে পড়ে। অনেক সময় সে তার পথে আঘাতও পায়, কিন্তু অনুভব করে না। জ্ঞানহীন ব্যক্তির অবস্থাও অনুরূপ। সহজেই সে সন্দেহ অথবা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে অন্যায় ও পাপাচারে উদ্বুদ্ধকারী জিনিসে পতিত হয়ে পড়ে। জ্ঞান অন্বেষণকারীর নিম্নে বর্ণিত জিনিসগুলোর প্রতি যত্ন নেওয়া অতীব জরুরীঃ-

* আল্লাহর জন্য নিয়তকে নিষ্ঠাপূর্ণ করা।

* জ্ঞানার্জন করার লক্ষ্য হবে স্বীয় নাফস থেকে মূর্খতা দূরীকরণ।

* জ্ঞানর্জন করার উদ্দেশ্য হবে মুসলিম উম্মার মধ্য থেকে মূর্খতা দূরীকরণ।

* জ্ঞানার্জন করার লক্ষ্য হবে ইসলামী শরীয়তের সংরক্ষণ করা এবং ইসলামের হয়ে প্রতিবাদ করা।

* জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হবে সঠিক ইসলামী আক্বীদার প্রচার-প্রসার করা।

৩। আল্লাহর বিধি-বিধান ও নেক আমলের যত্ন নেওয়াঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ (ابراهيم:٢٧)

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আর আল্লাহ যালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহর যা ইচ্ছা তা করেন"। (সূরা ইবরাহীমঃ ২৭) পার্থিব জীবনে তাদেরকে ভাল রাখেন ও সৎকর্ম করার তৌফীক্ব দান করেন এবং পরকালে অর্থাৎ, কবরে যখন ফেরেশতাদ্বয় তাদেরকে তাদের প্রতিপালক, দ্বীন এবং তাদের নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তারা সঠিক উত্তর দানে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً﴾ (النساء: من الآية٦٦)

অর্থাৎ, "যদি তারা তাই-ই করে, যা তাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে"। সূরা নিসাঃ ৬৬) অর্থাৎ, তারা (মু'মিনরা) হক্কের উপর সুদৃঢ় থাকতে পারবে। আর এটা (মু'মিনদের হক্কের উপর অনড় থাকার ব্যাপার) পরিষ্কার। কেননা, নেক আমল ত্যাগকারী অলসদের থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তারা ফিতনার প্রাদুর্ভাবের সময় (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকতে পারবে। হ্যাঁ, যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে তাদের প্রভু সুদৃঢ় রাখবেন। এই কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একটানা সৎকর্ম করে যেতেন। আর অব্যাহত কৃত আমলই ছিলো তাঁর নিকট প্রিয়, যদিও তা স্বল্প হতো।

৪। আম্বিয়াদের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং উপদেশ গ্রহণের লক্ষ্যে উহা গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করাঃ

এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (هود: ١٢٠)

অর্থাৎ, "আর রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলেছি, যদ্দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এর মাধ্যমে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে"।(সূরা হূদঃ ১২০) কুরআনের এই আয়াতগুলো রাসূল (সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর যুগে খেল-তামাশা ও চিত্তবিনোদনের

জন্য অবতীর্ণ হয় নি।বরং এগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এক মহান উদ্দেশ্যে। আর তা হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর ও মু'মিনদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় করা।

৫। দুআ করাঃ

আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের এটাই গুণ যে, তাঁরা আল্লাহর শরণাপন্ন হয়ে তাঁরই নিকট প্রার্থনা করেন, যেন তিনি তাঁদেরকে অবিচল রাখেন। আর দৃঢ়তা অর্জনের জন্য দুআ হলো গুরুত্বপূর্ণ উপায়সমূহের অন্যতম উপায়। আর এ ব্যাপারে পঠনযোগ্য দুআগুলির মধ্যে হলো,

﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (آل عمران: من الآية٨)

অর্থাৎ, "হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না"। (সূরা আল-ইমরানঃ ৮)

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا﴾ (البقرة: من الآية٢٥٠)

অর্থাৎ, "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো"। (সূরা বাক্বারাঃ ২৫০) আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) খুব বেশী বেশী করে এই দুআটি করতেন,

((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় করে দাও"। (তিরমিযী/হাদীসটি সহী। দ্রষ্টব্যঃ সহী

সুনানে তিরমিযী ২১৪০)

৬। আল্লাহর যিক্‌র করাঃ

খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র করা (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকার মাধ্যমসমূহের বড় উপকারী মাধ্যম। আর আল্লাহর যিক্‌র মু'মিনদের মনোবল উচ্চ করতে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়। কারণ, আল্লাহর যিক্‌রের দ্বারা এমন শক্তির সাথে সংযোগ সৃষ্টি হয়, যে শক্তি সর্বদা জয়ী।

৭। মুসলিমের সঠিক পথে চলতে আগ্রহী হওয়ঃ

অর্থাৎ, সে দ্বীনকে ভালভাবে বুঝবে এবং তা (দ্বীন) কিতাব ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করবে। ভ্রান্ত মতাদর্শ এবং বিভ্রান্তকর আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকবে। ইরবায বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((وَإِنَّهُ مَن يَعِيْشُ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرى اخْتِلاَفاً كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا، وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)) أخرجه أحمد في مسنده، أبوداود، والترمذي، وابن ماجة في سننهم بإسناد صحيح

অর্থাৎ, "আর আমার পর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলা-ফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এই সুন্নতকে খুব মজবুত করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরবে। আর দ্বীনে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, (দ্বীনে) প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিসই হচ্ছে বিদ'আত। আর প্রত্যেক

বিদ'আতই ভ্রষ্টতা"। (হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে এবং ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী তাঁদের সুনান গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।)

৮। ক্রমানুযায়ী সচেতনপূর্ণ ঈমানী ও ইল্‌মী তারবিয়াতও (দ্বীনে) অবিচল থাকার উপাদানসমূহের অন্যতম মৌলিক উপাদানঃ

এই তারবিয়াতই অন্তরকে জীবিত করে এবং তাতে ভয়, আশা এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসার জন্ম দেয়। 'ইল্‌মী তারবিয়াত' বলতে এমন তারবিয়াত বুঝায়, যা সঠিক দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যা অন্ধ অনুসরণ ও কারো দাসত্ব স্বীকার করার বিপরীত হবে। 'সচেতনপূর্ণ তারবিয়াত' হলো, এমন তারবিয়াত, যা অপরাধীদের পথে পরিচালিত করবে না এবং যে তারবিয়াত ইসলামের শত্রুদের অভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করাবে এবং বাস্তব সম্পর্কে বুঝাবে। 'ক্রমানুযায়ী তারবিয়াত' হলো, মুসলিম তার শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী পার্যায়ক্রমে এই তারবিয়াত গ্রহণ করবে। এই তারবিয়াত পূর্বপ্রস্তুতি ও তাড়াহূড়া এবং সর্বনাশী লাফ-ঝাপের তারবিয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এই তারবিয়তের যত্ন শিশুকাল থেকেই নেওয়া অপরিহার্য। কেননা, ছোটকালে যুবকদের মন থাকে উর্বর এবং তাদের অন্তর হয় পরিষ্কার। এই সময়ে তাদেরকে প্রশংসনীয় অভ্যাসে অভ্যস্ত করানো এবং সুন্দর গুণে গুাণান্বিত করানো খুবই সহজ হয়। তবে শর্ত হচ্ছে এই তারবিয়াত কোন প্রকারের অবজ্ঞা ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই মানবিক প্রয়োজনসমূহ এবং উহার দাবীসমূহের অনুযায়ী হতে হবে।

(দ্বীনের উপর) অবিচল থাকার বিষয়সমূহের মধ্যে এই (ঈমানী ও

ইলমী) তারবিয়াতের বিষয়টার গুরুত্ব আরো বেশী করে অনুধাবন করার জন্য চলুন আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনীর দিকে একবার ফিরে গিয়ে নিজেদেরকেই জিজ্ঞেস করি যে, মক্কায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাহাবীগনের সুদৃঢ় থাকার উৎস কি ছিলো? এটা কি সম্ভব যে, তাঁদের অবিচলতা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নবূওয়াতী জ্যোতি থেকে গভীর তারবিয়াত ছাড়াই ছিলো? দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন সাহাবী খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ)এর কথাই ধরুন। তাঁর মনিব লোহার সিক উত্তপ্ত করতো, যখন তা লাল অঙ্গার হয়ে যেতো, তখন তা তাঁর উলঙ্গ পিঠে ফেলে দিতো। তাঁর পিঠ থেকে চর্বি নিঃসৃত হয়ে হয়ে এই অঙ্গার নিবে যেতো। কোন্ জিনিস তাঁকে এই নির্মম অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের প্রেরণা যুগিয়েছিলো? অনুরূপ বিলাল (রাঃ), কোন্ জিনিস তাঁকে উত্তপ্ত রৌদ্রে ভারী পাথরের নীচে এবং অকথ্য নির্যাতনের সামনে অটল থাকার শক্তি সঞ্চার করে ছিলো? এইভাবে সুমায়্যা, তাঁর ছেলে ও তাঁর স্বামী, নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও কোন্ জিনিস তাঁদেরকে অনড় থাকার উপরে উৎসাহ দান করে ছিলো? যদি সেখানে ঈমানকে গভীরতা দানকারী এবং উহাকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিতকারী মজবুত তারবিয়াত না হতো? (তাহলে কি তাঁরা এরূপ অবিচল থাকতে সক্ষম হতেন?)

৯। অনুসরনীয় তরীকার উপর আস্থা রাখাঃ

নিঃসন্দেহে মুসলিম যে পথে প্রতিষ্ঠিত, সে পথ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সে যত বিশ্বাসী-প্রত্যয়ী হবে, তার অবিচলতা তার থেকেও আরো শক্তিশালী হবে। আর এই বিশ্বস্ততা অর্জন করার উপায় নিম্নরূপঃ-

* এই অনুভূতি আনা যে, সে যে সরল ও সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত, সে পথেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন নবীগণ, সত্যবাদীগণ, আলেমগণ এবং শহীদ ও সৎলোকগণ। এইভাবে আপনার একাকিত্বভাব দূরীভূত হয়ে যাবে এবং সঙ্গহীনতার ভাব সসঙ্গতায় ও দুশ্চিন্তার ভাব আনন্দ-প্রফুল্লতায় পরিবর্তন হয়ে যাবে। কেননা, আপনি অনুভব করবেন যে, তাঁরা সকলেই আপনার পথের ও মতাদর্শের সঙ্গী-সাথী।

*এই অনুভূতি আনা যে তোমাকে মহান আল্লাহই মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ (النمل: من الآية٥٩)

অর্থাৎ, "বলো, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি"। (সূরা নামালঃ ৫৯)

* তোমার অনুভূতি কি হবে এই মনে করে যে, আল্লাহ যদি তোমাকে কাফের ধর্মদ্রোহী করে সৃষ্টি করতেন, অথবা বিদ'আতের প্রতি আহ্বান-কারী কিংবা দুষ্ট-দুরাচার বানাতেন?

* আপনার কি মনে হয় না যে, আপনাকে আল্লাহর মনোনীত করা এবং সঠিক তরীকার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করাই-যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)ও তাঁর সাহাবীদের তরীকা হলো আপনার সঠিক পথ ও মতের উপর অবিচল থাকার উপাদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত?

১০। আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতি দাওয়াতী কাজে শ্রম দেওয়াঃ

নাফসকে কোন কিছুতে লাগিয়ে না রাখলে তা নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ

নাফসের প্রকৃতি হলো, তাকে যদি আপনি (ভাল কাজে) ব্যস্ত না রাখেন, তাহলে সে আপনাকে পাপের কাজে ব্যস্ত রাখবে। আর ঈমান তো পুণ্যময় কাজের দ্বারা বাড়ে এবং পাপের দ্বারা তা হ্রাস পায়। আর নাফসকে ব্যস্ত রাখার সব থেকে বড় সুযোগ হলো, তাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াতী কাজে লাগানো। আর এটাই ছিলো সকল নবীগনের কাজ। আর দাওয়াতী কাজের নেকী প্রচুর হওয়ার সাথে সাথে উহা (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকার উপায়সমূহের একটি উপায়ও। কারণ, যে আক্রমণ করে, তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় না। আর আল্লাহ আহ্বানকারীদের সাথে থাকেন। তাদেরকে তিনি সুদৃঢ় রাখেন এবং তাদের পদক্ষেপকে সঠিকভাবে পরিচালিত করেন। (দ্বীনের প্রতি) আহ্বানকারী সেই ডাক্তা-রের মত, যে তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দ্বারা রোগের চিকিৎসা করে। দাওয়াতী কাজের নেকীও প্রচুর। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

(فصلت:٣٣)

অর্থাৎ, "যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে"? (সূরা হা-মীম সেজদাঃ ৩৩) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ))

البخاري ٣٠٠٩

অর্থাৎ, "একটি মানুষও যদি তোমার দ্বারা সঠিক পথ পায়, তবে তা তোমার জন্য লাল উঁটের চেয়েও উত্তম হবে"। (বুখারী ৩০০)

১১। সুদৃঢ়কারী সম্প্রদায়ের সাহচর্যে থাকাঃ

যে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যতা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর (নিম্নের) বাণীতে আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

((إنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ)) رواه ابن ماجة عن أنس ﷺ (١٩٤)

অর্থাৎ, "কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা কল্যাণের চাবি এবং অন্যায়-অনাচারের প্রতিবন্ধক"। (ইমাম ইবনে মাজা আনাস (রাঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ১৯৪/হাদীসের সানাদ সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ২৩৭) সত্যবাদী আলেমদের ও উপদেশদাতা সাথী-সঙ্গীদের খোঁজ করা এবং সব সময় তাঁদের সাথে মিশে থাকা সুদৃঢ় থাকার উপায়সমূহের অতীব এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কারণ, তোমার এই সৎ সাথীরা এবং আদর্শবান তারবিয়াতদাতারাই-আল্লাহর পর-আপনার সঠিক পথে কায়েম থাকার সাহায্যকারী। এঁরাই আপনাকে আল্লাহ কর্তৃক প্রাপ্ত নিদর্শনাদি ও সুকৌশলের মাধ্যমে সুপথে অবিচল রাখবেন। দৃঢ়তার সাথে এঁদের সাহচর্য অবলম্বন করুন এবং এঁদের সাথেই জীবন যাপন করুন। আর স্বীয় নাফসকে যিকরের মজলিসের ফযীলত থেকে বঞ্চিত করো না। নির্জনতা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে, তা নাহলে শয়তান তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। কেননা, দলচ্যুত ছাগলকেই নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে।

১২। আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান হওয়া এবং মনে করা যে, ভাবিষ্যৎ ইসলামেরই হবেঃ

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد:٧)

অর্থাৎ, "হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন"। (সূরা মুহাম্মাদঃ ৭) তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمنوا﴾ (الحج: من الآية٣٨)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা করেন"। (সূরা হাজ্জঃ ৩৮) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: من الآية٢٥٧)

অর্থাৎ, "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক"। (সূরা বাক্বারাঃ ২৫৭)

১৩। বাতিল জিনিসের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা এবং তার দ্বারা প্রতারিত না হওয়াঃ আল্লাহ বলেন,

﴿لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (آل عمران:١٩٦-١٩٧)

অর্থাৎ, "নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। এটা তো কয়েকদিনের সম্ভোগ। এরপর তাদের ঠিকানা হবে

দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান"। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৯৬-১৯৭) আল্লাহর এই বাণী হলো মু'মিনদের জন্য হুশিয়ারী যে তারা যেন বাতিল সম্প্রদায়দের চাল-চলনে, তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে ও হবে এবং যে উন্নতি তারা অর্জন করেছে ও করবে, তাতে ধোঁকা না খায়। কারণ, এতদসত্ত্বেও তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটা অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। পার্থিব সম্পদ তো ধ্বংসশীল এবং অতীব তুচ্ছ। আল্লাহ তাঁর সত্যবাদী মু'মিন বান্দাদের জন্য জান্নাতে যে সম্পদ প্রস্তুত রেখেছেন, তার সাথে এর (পার্থিব সম্পদের) তুলনা করা যায় না।

১৪। অবিচল থাকতে সাহায্য করবে এমন চরিত্রে চরিত্রবান হওয়াঃ

আর এর মূলে রয়েছে ধৈর্য। কারণ, সহীহ হাদীসে এসেছে যে,

((وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خيرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ)) رواه مسلم ٢٤٧١

অর্থাৎ, "কোন ব্যক্তিকে এমন কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নি, যা ধৈর্যের চেয়েও উত্তম ও ব্যাপক"। (মুসলিম ২৪৭১)

১৫। সৎ লোকদের থেকে উপদেশ নেওয়াঃ

প্রিয় ভাই, সৎ লোকদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হও এবং উপদেশ দেওয়া হলে তা হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তব রূপ দাও।

* এই উপদেশ সফরে যওয়ার পূর্বেই তলব করো, যদি কোন বিপদে পতিত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করো।

* এই উপদেশ পরীক্ষার সময়ে অথবা সম্ভাব্য বিপদের পূর্বেই নেওয়ার চেষ্টা করা।

* এই উপদেশ তখন গ্রহণ করো, যখন তোমাকে কোন পদে নিযুক্ত করা হবে কিংবা যখন তুমি অর্থ-বিত্তের উত্তরাধিকারী হবে। নিজেকে ও অপরকে সুদৃঢ় রাখো। আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।

১৬। জান্নাতের নিয়ামত ও জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে ভাবা এবং মৃত্যুকে স্মরণ করাঃ

জান্নাত হলো সুখের নগরী, দুঃখহারী এবং মু'মিনদের বাসস্থান। আর নফসের স্বভাব হলো, কোন বিনিময় ব্যতীত কোন কিছু ত্যাগ করতে বা কোন আমল করতে এবং (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকতে রাযী নয়। বিনিময় তার জন্য কষ্টকে সহজ করে দেয় এবং রাস্তার সংকটময় ও কষ্টকর জিনিস তার জন্য পদানত হয়ে যায়। তাই যে প্রতিদান সম্পর্কে জানবে, তার জন্য আমলের কঠিনতা সহজ হয়ে যাবে। আর সে এই অবগতি নিয়ে চলা-ফিরা করবে যে, যদি সে অবিচল না থাকতে পারে, তাহলে সে এমন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে, যার প্রশস্ততা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ। এইভাবে মৃত্যুকে স্মরণ করা মুসলিমকে খারাপ অবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। তাকে আল্লাহর সীমাসমূহের মধ্যে আটকে রাখবে, সীমা অতিক্রম করতে দেবে না। কারণ, সে যখন জানবে যে, তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় কয়েক মুহূর্তের পরও হতে পারে, তখন তার নাফস তাকে পদস্খলনের অথবা বাঁকা পথের কুমন্ত্রণা দেবে না। এই জন্যেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ)) أي الموت. رواه الترمذي ٢٣٠٧

অর্থাৎ, "(দুনিয়ার) স্বাদ-তৃপ্তিকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে খুব বেশী

বেশী স্মরণ করো"। (তিরমিযী ২৩০৭/হাদীসটি হাসান ও সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২৩০৭)

যে সময়ে অবিচল থাকতে হয়

প্রথমতঃ, ফিতনার সময়ঃ

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার পরিস্থিতিগুলির মধ্যে হলো, ফিতনার সময় অবিচল থাকা এবং এমন ধৈর্যের দিনে সুদৃঢ় থাকা, যে দিনে ধৈর্যশীল ৫০জন সাহাবীর সমান নেকী পায়। কেননা, ফিতনার সময় যে সুদৃঢ় থাকে, সে বহু কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। রাসূল (সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((إنَّ مِنْ وَرَائكُمْ أَيَّامُ الصَّبْرِ، لِلْمُتَمَسِّك فِيْهِنَّ يَوْمَئذ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْــه أَجْــرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ، قَالُوْا يَا نَبِيَّ الله: أَوَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: بَلْ مِنْكُمْ)) صحيح الترغيب والترهيب ٣١٧٢، السلسة الصحيحة للألباني٤٩٤

অর্থাৎ, "তোমাদের পশ্চাতে এমন ধৈর্যের দিন আসছে সেদিন যে ব্যক্তি দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে অবিচলতার পরিচয় দেবে, সে তোমাদের মধ্যেকার ৫০জন সাহাবীর সমান নেকী লাভ করবে। সাহাবীগন বললেন, তাঁদের মধ্যেকার ৫০জনের সমান? তিনি বললেন, বরং তোমাদের মধ্যেকার"। (সিলসিলাতুল সাহীহা ৪৯৪/ সহীহ৩১৭২)

ফিতনার প্রকারঃ-

* সম্পদ ও মর্যাদার ফিতনাঃ এই দুই ফিতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَا ذِئْبَان جَائعَان أُرْسِلا فِيْ غَنَم، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَال،

وَالشَّرَف لدِيْنه)) صحيح الترمذي١٩٣٥

অর্থাৎ, "ক্ষুধার্ত দুই নেকড়েকে ছাগলের কোন দলের মধ্যে প্রেরণ করা হলে, তারা ছাগলের জন্য অতটা বিপর্যয়কারী হয় না, যতটা বিপর্যয়কারী হয় মানুষের দ্বীনের জন্য তার সম্পদের ও মর্যাদার প্রতি লোভ"। (সাহীহ সুনানে তিরমিযী ১৯৩৫) অর্থাৎ, সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি মানুষের লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য সেই ক্ষুধার্ত দুই নেকড়ের থেকেও বেশী বিপজ্জনক যা ছাগলের কোন দলের প্রতি প্রেরণ করা হয়।

* স্ত্রী ও সন্তানদের ফিতনাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ (التغابن: من الآية١٤)

অর্থাৎ, "তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো"। (সূরা তাগাবুনঃ ১৪)

* নির্যাতন-নিপীড়ন, অবাধ্যতা ও যুলুম-অত্যাচার এবং মুসলিমকে তার দ্বীন থেকে প্রতিরোধ করার ফিতনা।

* দাজ্জালের ফিতনা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদের-কে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং এই ফিতনায় পতিত হয়ে পড়লে তার বৈষয়িক শক্তির দৃশ্য দেখে প্রতারিত না হয়ে ধৈর্য ও অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

((فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خُلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا، وَعَاثَ شِمَالاً، يَاعِبَادَ اللهِ اثْبُتُوْا)) أخرجه ابن

ماجة: ٣٢٩٤ من حديث النواس بن سمعان، صحيح سنن ابن ماجة ٣٢٩٤

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ তাকে দেখলে, সে যেন তার উপর সূরা কাহ্‌ফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন স্থান থেকে আবির্ভূত হয়ে ডানে-বামে সর্বত্রে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা, সুদৃঢ় থাকবে"। (ইমাম ইবনে মাজা হাদীসটি নাওয়াস বিন সামআ'ন থেকে বর্ণনা করছেন। ৩২৯৪ /সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ৩২৯৪) আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এই অবিচলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন এক মু'মিন ব্যক্তির বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, যে দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখে অনড় থাকবে এবং দৃঢ় বিশ্বাসই হবে তার অনড় থাকার প্রেরণা। সহীহ বুখারী শরীফে এসেছে,

((يَأْتِي الدَّجَّالُ–وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْه أَن يَّدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَة–يَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِيْ بِالْمَدِيْنَة، فَيَخْرُجُ إِلَيْه يَوْمَئِذ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّـــاسِ، فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِيْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثَهُ، فَيَقُــوْلُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْه فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْه: وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّي الْيَوْمَ، فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ أَقْتُلُهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْه)) رواه البخاري ١٨٨٢

অর্থাৎ, "দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে-তার জন্য মদীনার প্রবেশ পথ হারাম হবে- সে মদীনার বাইরে কোন এক লবণাক্ত অনুর্বর ভূমিতে অবতরণ করবে। মানুষের মধ্যে সব চেয়ে উত্তম অথবা শ্রেষ্ঠ মানুষের

একজন তার কাছে এসে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) স্বীয় হাদীসে আমাদে-রকে বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল (তার নিকট উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে) বলবে, আচ্ছা বলো তো, আমি যদি একে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করি, তাহলে আমার ব্যাপারে তোমাদের কি আর কোন সন্দেহ থাকবে? লোকেরা বলবে, না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। এই ব্যক্তি জীবিত হয়ে বলবে, আজকের পূর্বে (তোমার দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে) এত প্রবলভাবে অবগত ছিলাম না। তখন দাজ্জাল 'আমি ওকে হত্যা করবো' বলে উদ্যত হবে, কিন্তু সে আর তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না'। (বুখারী ১৮৮২)

দ্বিতীয়তঃ, জেহাদে অবিচল থাকাঃ

জেহাদের ময়দানের তরবারির ঝংকার এবং মৃত্যুর শব্দ আল্লাহর অসংখ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে মোকাবেলাকারী সত্যবাদী মু'মিনদের অবিচলতা, ত্যাগকে বাড়িয়ে দেয়। আর এক আল্লাহর সামনে আরো বেশী করে নিজেদেরকে পেশ করায় বৃদ্ধি পাই। তাঁদের আশা কেবল আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা এবং তাঁর ক্ষমা লাভ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران:١٤٦-١٤٧)

অর্থাৎ, "আর বহু নবী ছিলেন; যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে। আল্লাহর পথে তাঁদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু (কিছু কষ্ট হলেও) আল্লাহর রাহে তাঁরা হেরেও যান নি, ক্লান্তও হন নি এবং দমেও যান নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভাল বাসেন। তাঁরা কিছু বলেন নি, শুধু বলেছেন, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখো এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো'। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৪৬-১৪৭) এই হলো দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের অবস্থা। ঘূর্ণিবায়ু তাঁদেরকে ঐরূপ উড়াতে পারে না, যেভাবে দুর্বল-কমজোর ঈমানের লোকদের উড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٥٠)

অর্থাৎ, "আর যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় বের হলো, তখন তারা দোআ করলো, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো"। (সূরা বাক্বারাঃ ২৫০) আর এই ধৈর্যের ও অবিচলতার সুফল হলো, দুনিয়াতে সৌভাগ্য লাভ এবং পরকালে এই উভয় (ধৈর্য ও অবিচলতার) গুণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষা করছে উত্তম প্রতিদান।

তৃতীয়তঃ, সঠিক পথে সুদৃঢ় থাকা।

প্রকৃত মুসলিম তো সেই, যে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যত্ন নেয়। বিদ'আত, অবাধ্যতা এবং রঙ্গ-তামাশা পরিহার করে সুন্নাতকে শক্ত করে ধারণ করে, যাতে সে আল্লাহর অনুমতিক্রমে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিদ'আতের প্রতি আহ্বানকারীদের সংখ্যা অনেক। বিশেষতঃ বর্তমানে। তারা বিদআ'তকে শরীয়তের সাথে সংযুক্ত করে। তারা জানে না যে, শরীয়ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাতে আর কোন ঘাটতি নেই। কাজেই প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, দ্বীনে নতুন উদ্ভাবিত জিনিসে (বিদআ'তে) পতিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা।

চতুর্থতঃ, মৃত্যুর সময় অবিচল থাকাঃ

কাফের ও পাপীরা কঠিন ও মুমূর্ষু সময়ে অবিচলতা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই তারা মৃত্যুর সময় কালেমা 'শাহাদাত' উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় না। আর এটা হলো সমাপ্তি কাল মন্দ হওয়ার নিদর্শন। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) سنن أبي داود ٢٦٧٣

অর্থাৎ, "যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (আবু দাউদ ২৬৭৩/হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবু দাউদ ৩১১৯) কাজেই সত্যবাদী মু'মিনরা ব্যতীত অন্য কেউ (মৃত্যুর সময়) এই কালেমা উচ্চারণ করতে পারে না। সমাপ্তি কাল মন্দ হওয়ার নিদর্শনের মধ্যে হলো, এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় যখন বলা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলো, তখন সে না বলার জন্য

স্বীয় মাথা ডানে ও বামে ঘুরিয়ে নিতে লাগলো। অপর একজন মৃত্যুর সময় বলে, এই কাপড়টা তো খুব ভাল। এটা তো সস্তায় কেনা হয়েছে। তৃতীয়জন মৃত্যুর সময় দাবা খেলার ঘুঁটির নাম স্মরণ করে। চুতুর্থজন মনে মনে কিছু গুন গুনায় অথবা গানের কোন বাক্য আবৃতি করে কিংবা প্রেমিকার কথা উল্লেখ করে। কারণ, এই জিনিসগুলোই তাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র এবং তাঁর ইবাদত থেকে উদাসীন রেখেছিলো। তাই (মৃত্যুর সময়) এরা কালেমা 'শাহাদাত' উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় না। মৃত্যুর সময় এদের চেহারা কালো দেখা যায়, অথবা দুর্গন্ধ আসে কিংবা আত্মা বের হওয়ার সময় তাদের চেহারা ক্বিবলা বিমুখ থাকে। 'লা হাউলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-হ বিল্লা-হ'। (আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ হতে ফিরার সাধ্য নেই।)

পক্ষান্তরে নেক ও সুন্নাতের অনুসারীদের অবস্থা এই হবে যে, তাঁরা মৃত্যুর সময় অবিচল থাকার তৌফীক্ব লাভ করবেন। ফলে দুই শাহাদত বাক্য উচ্চারণ করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের অবস্থা থেকে এমন জিনিস ফুটে উঠবে, যা সমাপ্তি কাল সুন্দর হওয়াই প্রমাণ করবে। যেমন, এঁদের চেহারা হবে হাস্যময়, পরিবেশ হবে সুগন্ধময় এবং আত্মা বের হওয়ার সময় সুসংবাদ পাওয়ার এক প্রকার ভাব তাঁদের থেকে প্রকাশ পাবে। কেননা, ফেরেশতারা তখন তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। এই ধরনের মানুষের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (فصلت: ٣٠)

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হোন এবং বলেন, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন'। (সূরা হা-মীম সেজদাঃ ৩০) আয়াতের তফসীর হলো, 'তারা অবিচল থাকে' অর্থাৎ, তাওহীদ এবং তাদের উপর অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উপর অবিচল থাকে। 'তাদের কাছে ফেরেশতা অবতরণ করেন' অর্থাৎ, তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তাদের কাছে আসেন। 'তোমরা ভয় করো না' অর্থাৎ, মৃত্যুকে এবং মৃত্যুর পরের ব্যাপারকে ভয় করো না। 'চিন্তা করো না' অর্থাৎ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততি যাদেরকে ছেড়ে গেলে, তাদের ব্যাপারে চিন্তা করো না। তোমার হয়ে আমরা তাদের দেখা-শোনা করবো।

(সত্য পথে) অবিচলতার কতিপয় (বাস্তব) চিত্র

বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)

হাবশী ক্রীতদাস বিলাল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর প্রথম মুআযযিন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন! আল্লাহর এই বান্দা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ও তাঁর দাওয়াতের কথা শুনে অনতি বিলম্বে আল্লার দ্বীনে প্রবেশ করেন। তাঁর মুনিব উমায়্যা বিন খালাফ তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠে। ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো আরম্ভ করে। নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। পানি ও খাদ্যবিহীন অবস্থায় উত্তপ্ত রৌদ্রে ফেলে রেখে তাঁর বুকের উপর ভারী পাথর স্থাপন করা হয়। আর এই অবস্থায় তাঁর মুখ

থেকে কেবল উচ্চারিত হচ্ছিল 'আহাদ আহাদ'/আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। যতই তাঁর উপর নির্যাতন-নিপীড়নের পালা বাড়ছিল, ততই তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল এই অব্যর্থ বাণী। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত শাস্তি দিতে দিতে তাঁর মুনিব ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আর বিলাল (রাঃ) ছিলেন ইসলামের উপর অনড়-অবিচল। এক পর্যায়ে আবূ বাকার (রাঃ) তাঁর মুনিবের কাছে এসে তার নিকট হতে তাঁকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেন। বদর যুদ্ধে বিলাল (রাঃ) ও উমায়্যা পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে ছিলো। বিলাল (রাঃ)কে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতনকারী উমায়্যার শেষ নিষ্পত্তি ঘটে ছিলো তাঁরই (বিলালেরই) হাতে।

আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)ঃ

তাঁর পিতা ইয়ামান থেকে এসে মক্কায় বসবাস করেন। এখানে সুমায়্যা বিনতে খায়্যাত নামক এক মহিলাকে বিবাহ করেন। অতঃপর তাঁরা আম্মার নামের এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। অতি সত্বর এই ছোট্ট পরিবারটি ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়। ফলে কুরাইশদের কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। মক্কার মরুভূমির জ্বলন্ত রৌদ্রে খানা-পানি ছাড়াই তাদের ফেলে রাখা হয়। চাবুকের আঘাত তাঁদের চামড়াকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তাঁদের বুকের উপর অতীব ভারী পাথর স্থাপন করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদেরকে তাঁদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় নি, বরং তাঁদের অবিচলতা আরো বৃদ্ধি করেছিলো। আম্মার জননী আযাবের তীব্রতায় মৃত্যুবরণ করে ইসলামের প্রথম

শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আর পিতা-পুত্র ধৈর্যের সাথে ইসলামের উপর কায়েম থাকেন। তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ও জেদের সামনে তাঁদেরকে বর্জন করা ব্যতীত কাফেরদের আর কোন উপায় ছিলো না। তাই নিরুপায় হয়ে শেষে তারা তাঁদের পরিহার করে। আম্মার (রাঃ)র সততা এবং সত্যের উপর তাঁর কায়েম থাকার বলিষ্ঠতা দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন।

মুসআ'ব বিন উমায়ের (রাঃ)

মক্কার বিত্তশালী অতীব সুদর্শন এক যুবক। সুখ-সমৃদ্ধির মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হচ্ছিল তাঁর জীবন। এই যুবক বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্পর্কে মক্কাবাসীদের কথা-বার্তা শ্রবণ করেন। মুহাম্মাদ, যিনি বলেন, তাঁকে নাকি আল্লাহ একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত বর্জন করার প্রতি আহ্বানকারী করে পাঠিয়েছেন। অনুরূপ তিনি শোনেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে আরক্বাম বিন আবীল আরক্বামের বাড়িতে একত্রিত হোন। তাঁদেরকে কুরআন পড়ে শুনান এবং তাঁদেরকে এই নতুন দ্বীনের শিক্ষা দান করেন। এক সন্ধ্যায় তিনি এই নবী যে জিনিসের প্রতি আহ্বান জানান সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য তাঁদের ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কুরআনের কিছু আয়াত শোনা মাত্রই ঈমান তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে যায়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। তবে তিনি তাঁর ইসলামকে গোপন রাখেন। আর এই গোপনীয়তা কুরাইশদের ভয়ে নয়, বরং তাঁর সেই মায়ের ভয়ে, যে মা তাঁকে অত্যধিক ভালবাসে। তিনি তার (মায়ের)

বড়ই সম্মান করতেন। তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আরক্বামের বাড়িতে যাতায়াতের পালা জারী রাখেন। একদা তাঁকে এই বাড়িতে প্রবেশ করতে কোন এক মুশরিক দেখে নেয়। দ্রুত এ খবর তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছে যায়। মা তখন তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করার প্রচেষ্টায় বাড়ির এক কামরায় আবদ্ধ করে দেয়। কিন্তু এতে তাঁর জেদ ও দ্বীনকে আরো শক্ত করে ধরে থাকার মানসিকতাই বৃদ্ধি পায়। অতঃপর এই বন্দী জীবন থেকে পালিয়ে গেলে তাঁর মা পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার এবং মাল-ধন সব কিছু থেকেই তাঁকে বঞ্চিত করে। ফলে এই বিত্তশালী যুবক নিঃস্ব হয়ে ফাটা ও তালি দেওয়া পোশাক পরতে বাধ্য হয়। এই নেক ছেলে তাঁর মাকেও ইসলামে আনতে বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু সে (তাঁর মা) অস্বীকার করে এবং কসম খেয়ে বলে যে, সে কখনোও ইসলামে প্রবেশ করবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকটে ছিলো মুসআ'ব (রাঃ)র সুমহান মর্যাদা। তাই তিনি মদীনাবাসী-দেরকে ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন। যখন তিনি সেখানে (মদীনায়) পৌঁছেন, তখন সেখানে মুসলিমের সংখ্যা ছিলো মাত্র ১২জন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আল্লাহর অনুগ্রহে সমস্ত মদীনাবাসী তাঁর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে।

ওহুদের যুদ্ধে এই নির্ভীক যুবক এক হাতে ইসলামের পতাকা এবং অপর হাতে তরবারী ধারণ করে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুশরিকদের একজন তরবারী দিয়ে আঘাত করে তাঁর এক হাত কেটে দিলে তিনি

অপর হাত দিয়ে পতাকা ধারণ করে আত্মরক্ষার প্রয়াস জারী রাখেন। মুশরিক আবার আঘাত করে তাঁর অপর হাতটিও যখন কেটে দেয়, তখন তিনি বাহুদ্বয় বুকের সাথে মিলিয়ে পতাকা উত্তোলন করে রাখেন। অতঃপর উক্ত মুশরিক বর্শা দিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করলে তিনি পড়ে যান এবং পতাকাও ভূপাতিত হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে এই অবস্থায় দেখে মহান আল্লাহর এই বাণী পাঠ করেন,

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (الأحزاب: من الآية٢٣)

অর্থাৎ, "মু'মিনদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে"। (সুরা আহযাবঃ ২৩)

উম্মে শারীক গাযিয়্যা বিনতে জাবিরঃ

তাঁর স্বামীর পরিবারের লোক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হলে বলে, আমরা তোমাকে কঠোর শাস্তি দেবো। গুযায়্যা বলেন, তারা আমাকে আমার বাড়ি থেকে তুলে এমন এক উটের উপর বসায়, যা ছিলো তাদের সর্বাধিক নিকৃষ্ট ও কঠোর প্রকৃতির বাহন। তারা আমাকে মধু দিয়ে রুটি খাওয়াতো, কিন্তু একফোঁটা পানি আমায় পান করতে দিতো না। এইভাবে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমরা চলতে থাকি। সূর্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হলে তারা বাহন থেকে অবতরণ করে তাদের তাঁবু স্থাপন করে এবং আমাকে প্রখর রৌদ্রে ফেলে রাখে। এতে আমার জ্ঞান, শ্রবণ শক্তি এবং দর্শন শক্তি লোপ পেয়ে যায়। তিন দিন পর্যন্ত তারা এই আচরণ আমার সাথে করতে থাকে। তিন দিনে তারা আমাকে

বলে, যে জিনিসের উপর তুমি প্রতিষ্ঠিত তা ত্যাগ করো। তাদের কথা-বার্তার শব্দ ছাড়া আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি আমার আঙ্গুলকে আসমানের দিকে তুলে একত্ববাদের ইঙ্গিত করলাম। আল্লাহর শপথ! আমি এই অবস্থায় পড়ে ছিলাম। অমার কষ্ট-ক্লেশ তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। হঠাৎ আমি আমার বুকে বালতির শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তা ধারণ করে তা থেকে এক শ্বাস পানি পান করলাম। অতঃপর বালতি আমার নিকট থেকে উঠে গেলো। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, তা (বালতি) আসমান ও যমীনের মধ্যে ঝুলছে। দ্বিতীয়বার নেমে এলো, আমি তা থেকে আবার এক শ্বাস পানি পান করলাম। অতঃপর পুনরায় উঠে গেলো। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, তা আসমান ও যমীনের মধ্যে ঝুলছে। তৃতীয়বার আবার নেমে এলো, আমি তা থেকে পরিতৃপ্ত সহকারে পানি পান করলাম এবং আমার মাথায়, চেহারায় এবং কাপড়ের উপরেও পানি ঢেলে নিলাম। তারা (তাঁবু) থেকে বের হয়ে আমার এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করলো,.হে আল্লাহর দুশমন, এ (পানি) তুমি কোথা থেকে পেলে? আমি বললাম, দুশমন আমি নই, বরং আল্লাহর দুশমন তো সেই-ই, যে তাঁর দ্বীনের বিরোধিতা করে। আর এ (পানি) কোথা থেকে পেলাম জানতে চাও? এটা তো আল্লাহ প্রদত্ত রুযী। তিনি বলেন, তারা দ্রুত তাদের মশকের কাছে এসে দেখে তা আবদ্ধ অবস্থাতেই আছে খোলা হয় নি। তাই তারা বলে উঠলো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে সত্তা তোমার প্রতিপালক, সেই সত্তা আমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের তোমার সাথে এতো দুর্ব্যবহারের পর যে সত্তা তোমাকে এখানে রুযী দান করেছেন, তিনিই হলেন ইসলাম প্রণেতা। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ ক'রে রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট হিজরত করে। তারা নিজেদের চাইতে আমাকে বেশী মর্যাদা দিতো এবং আমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্বীকার করতো।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট দ্বীনের উপর অবিচল থাকার তৌফীক্ব কামনা করছি। আমাদের শেষ প্রার্থনা হলো, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

٦٥
بنغالي

وسائل الثبات

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بالعليا والسليمانية وشمال الرياض

ردمك: ٩-٥٢-٨٦٤-٩٩٦٠

مطبعة النرجس - ت: ٢٣١٦٦٥٣ ف: ٢٣١٦٨١٦